

বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হলো বিশ্ব ডায়াবেটিস এবং প্যাথলজি দিবস

মঙ্গল সংবাদদাতা, বারাসত, ১৬ নভেম্বর— ডায়াবেটিসের কারণ এবং তার ক্ষতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে শনিবার ইকলে বেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হলো বিশ্ব ডায়াবেটিস এবং প্যাথলজি দিবস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মনোজিত এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার সুরত গুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালয় হেলথ সায়েন্স ইউনিটের প্রফেসর কাম ডিন ডক্টর গোপেশ্বর খোপাধ্যায়, বারাসতের বিশিষ্ট মিডিসিয়ান এবং ডায়াবেটোলজিস্ট ডা. সৌরভ নাগ, বনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালয় হেলথ সায়েন্স উপাচার্যের হেড-অফ দা ডিপার্টমেন্ট ডক্টর সামনাথ ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ডক্টর গোপেশ্বর খোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষ ডায়াবেটিস রোগের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। মূলত ডায়াবেটিস রোগ কি করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব সে সংক্রান্ত নানান মালোচ্চার মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এদিন পালন করা হয় বিশ্ব

প্যাথলজি দিবস। কারণ প্যাথলজি চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রোগ নির্ণয়, রোগের কারণ এবং অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়গুলি প্যাথলজি ছাড়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল সাধারণত ৪২ বছর বয়সের পরেই মানুষের ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অতি অল্প বয়সেই মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এর মূল কারণ এই রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব। বর্তমান সমাজ গতিময় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান একদিকে যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে নানান যন্ত্র ও যানবাহন নির্ভর জীবনযাপন মানুষের শারীরিক পরিশ্রম অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানান প্রকার ফাস্টফুড জাতীয় খাবার খাওয়ার অভ্যাস, যা ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তাই ডায়াবেটিসের কারণ, ফলাফল এবং কিভাবে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এই সকল বিষয়গুলি সম্পর্কে বর্তমান সমাজে সচেতনতা

গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই বেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা এই রোগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে সেই বার্তা সমাজের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ডা. সৌরভ নাগ জানান, কল্পে রোগের সাথে যদি কোনও মানুষের অস্বাভাবিক রোগে ওজন হ্রাস পায়, তবে সেই ব্যক্তির ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মিষ্টি ফলমূল, ভাত, রুটি বা অন্যান্য শর্করাজাতীয় খাবার পরিচালনা করে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বর্তমানে ভারতবর্ষে ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সমাজের বিভিন্ন অংশে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দিতে সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত।

বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডক্টর সুরত গুল এ বিষয়ে বলেন, ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রাথমিক ক্ষেত্রেই আমাদের মনে রাখা উচিত, এই রোগটি বংশগত। যে কোনও পরিবারে

বাবা-মা বা গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তির এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলে, ছেলেমেয়েদেরও পরবর্তীকালে এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাই সকল মা-বাবাদের উচিত তাদের ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই লাস্টফুড বা কোম্বড্রিঙ্কস জাতীয় খাবারের অভ্যাস যতটা সম্ভব কম করা। তাছাড়া এই রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত জরুরী। নানান শারীরিক পরিশ্রমমূলক কাজ এই রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সহায়ক।

বেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সুরত গুল আরও বলেন, প্রতিটি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা যদি এভাবেই ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সচেতনতা গড়ে তোলবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন অংশে সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা অতি সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। কারণ সকলে মিলে একত্রে এগিয়ে আসলে, তবেই ভবিষ্যতে আমাদের আগামী প্রজন্ম এই রোগের থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবে।

